অন্ধকারের মাঝে আলো

(Light in the Darkness)

আদিপুস্তক ৩৭ অধ্যায় ৯-৯৯ পদ

আজ থেকে আমরা যোষেফের বিবরণ থেকে শিখব। অবশ্য আদিপুস্তক ৩৭-৫০ অধ্যায় কেবল যোষেফ নয়, কিন্তু তার সঙ্গে তার ভাইদেরও বিবরণ। বিশেষ করে আজ আমরা যে ৩৭ অধ্যায় থেকে পাঠ করেছি, সেখানে প্রায় ২০ বার 'ভাই' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই ভাইরা কিন্তু একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। আদি পুস্তকের পাতায় পাতায় আমরা ভাইদের মধ্যে বিরোধকে দেখতে পাই। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিরোধের শুরু সেই কয়িন ও হেবলকে দিয়ে, এবং কয়েক প্রজন্ম পর তার পুনরাবৃত্তি আমরা ইস্হাক ও ইশ্মায়েলের মধ্যে দেখতে পাই, যা এষৌ ও যাকোবের দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল। এর থেকে আমরা যে বিষয়টি পরিষ্কার দেখতে পাই, তা হল, অব্রাহাম ও তার বংশধরদের মধ্যে এমন কোনও বংশগত প্রশংসাযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল না, যার কারণে ঈশ্বর তাদের মনোনীত করেছিলেন। পরিবর্তে, তাদের বংশে আমরা ধারাবহিকভাবে মুখাপেক্ষা ও শত্রুতার অনুশীলন দেখতে পাই।

যাকোবের পরবর্তী প্রজন্মের যে ইতিহাস ৩৭ অধ্যায় থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেখানেও আমরা একই আচরণের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। যোষেফের প্রতি তার ভাইদের ঘৃণাই ঘটনা প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উপরে উপরে এই বিবরণ থেকে আমরা মনে করতে পারি যে এটা কেবল যোষেফেরই কাহিনী। কিন্তু বাস্তব হল এটা কেবল যোষেফের কাহিনী নয়, এবং ঈশ্বর যে কেবল যোষেফের মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন, তা-ও ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটা হল যোষেফ ও তার ভাইদের কাহিনী। প্রান্তরে ইস্রায়েলের পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশে মোশি যখন এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাদের কাছে তাদের পিতৃপুরুষ ইস্রায়েলের ১২ পুত্রের আচরণ থেকে শিক্ষা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। যোষেফ ও তার ভাইরা হল ইস্রায়েল জাতির আত্মপ্রকাশে প্রাথমিক পিতৃপুরুষ। কিন্তু তাদের কাহিনী থেকে তারা উপলব্ধি করে যে, তারা কতখানি ভ্রান্ত ও মারাত্মক পাপপূর্ণ ব্যক্তি ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নিজের জাতিকে তৈরী করতে তাদের মতো লোকদেরই মনোনীত করেছিলেন।

এর আগে, আদি ২৮:৩ পদে, আমরা যাকোবের প্রতি ইস্হাকের আশীর্বাদকে দেখেছি, যেখানে যাকোব থেকে এক ***"জাতিসমাজ"*** তৈরী হবার কথা বলা হয়েছে। আবার, ৩৫:১১ পদে, স্বয়ং ঈশ্বর যাকোব থেকে ***"জাতিসমাজ"*** উৎপন্ন করার কথা বলেছেন। এই দুই স্থানে 'জাতিসমাজের' জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল *qahal*। এখন, হিব্রু বাইবেলের যে গ্রিক অনুবাদ করা হয়েছিল, যা 'সেপ্টাগিন্ট' *(LXX)* নামে পরিচিত, তাতে এই শব্দের পরিবর্তে যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল *ekklesia*। অর্থাৎ, যাকোব থেকে যে জাতিসমাজ উৎপন্ন হবার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ 'বিশ্বাসীদের সমষ্টি' তথা 'মণ্ডলী'। এর আগে আমরা ঈশ্বরকে তাঁর সার্বভৌমত্বে পরিবারের মধ্যে কেবল একজনকে মনোনীত করতে দেখেছি (ইশ্মায়েলের পরিবর্তে ইস্হাক, এষৌর পরিবর্তে যাকোব)। কিন্তু এখানে ঈশ্বর যাকোবের ১২ পুত্রকেই বেছে নেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং তাদের মধ্যেমে তাঁর আরাধনাকারী ইস্রায়েল জাতিকে উৎপন্ন করার কথা বলেছেন। এখন, মোশি যখন প্রান্তরে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তখন তার প্রথম পাঠকরা উপলব্ধি করেছে যে, **ঈশ্বর যখন অব্রাহাম ও সারার ন্যায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বন্ধ্যা দ পতির কাছে পুত্র সন্তানের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তখন তা যেমন মানুষের দৃষ্টিতে স পূর্ণ অসম্ভব কাজ ছিল; ঠিক তেমনই, যোষেফ ও তার ভাইদের মাধ্যমে ঈশ্বর-আরাধনাকারী জাতিসমাজ তৈরী করাও ছিল অসম্ভব কাজ**। কিন্তু তাদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও, তাদের পাপপূর্ণ আচরণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেছেন। মোশির সময়ে সেই প্রান্তরের ইস্রায়েলই হল ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার আংশিক পূর্ণতার ফল। কিন্তু ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কেবল ইস্রায়েল জাতিকে উৎপন্ন করা নয়। তার পরিবর্তে, ঈশ্বরের লক্ষ্য হল তাঁর উদ্দেশে নতুনীকৃত ও পুনরায়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

উদ্ধারপ্রাপ্ত ইস্রায়েলকে উৎপন্ন করা, যার অর্থ অব্রাহামের আধ্যাত্মিক বংশধরদের তৈরী করা, যা অব্রাহামের শারীরিক বংশধরদের অতিক্রম করে খ্রীস্টেতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও বংশকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আসুন, সেদিন যাদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর আরাধনাকারী জাতিকে উৎপন্ন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাদের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করি।

ক। যোষেফ: যাকোবের ত্রুটিপূর্ণ পরিবারে উপরে উপরে সবথেকে কম বিভ্রান্তিপূর্ণ চরিত্র হল যোষেফ। অনেক সময় আমরা যোষেফকে কাহিনীর নায়ক হিসাবে ভুল করে নিখুঁত চরিত্র হিসাবে চিন্তা করে থাকি। কিন্তু তা কখনও ঠিক নয়। ৩৭:২ পদে আমরা যোষেফের বিষয় প্রথম উল্লেখ পাই, যেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"যোষেফ ১৭ বৎসর বয়সে নিজের ভাইদের সঙ্গে পশুপাল চরাত; সে বাল্যকালে নিজের পিতৃভার্যা বিল্‌হা ও সিল্পার ছেলেদের সহচর ছিল, এবং যোষেফ তাদের কুব্যবহারের খবর পিতার কাছে আনত।"*** অর্থাৎ, তার ১৭ বৎসর বয়সে তাকে তার দাদাদের কাছে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, যে দাদারা খেতে মেষ চারাত। দাদারা যখন মেষ চরাচ্ছে, তখন তাদের কাছে যোষেফকে পাঠানোর অর্থ হল, তাদের জন্য ফাইফরমাশ খাটতে, তথা তেমন গুরুত্ব নেই, এমন কাজ করার জন্য যোষেফকে পাঠানো হয়েছে। বাইবেলে আমরা মোশি কিংবা দাউদের কথা পাই, যারা মেষপালক হিসাবে তাদের জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিল। আবার, মেষপাল চরানোর সময় মোশি ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছিল, দাউদ সিংহ ও ভল্লুকের মুখ থেকে তার পালের পশুকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু যোষেফের বিষয় এমন কোনও উল্লেখ আমরা দেখতে পাই না। পরিবর্তে, তার বিষয় বলা হয়েছে, সে ***"তাদের (দাদাদের) কুব্যবহারের খবর পিতার কাছে আনত"*** (২ পদ)। হিব্রু ভাষায় ***'কুব্যবহারের খবর'*** *(bad report)* কথার অর্থ, মিথ্যা বা বিদ্বেষপূর্ণ খবর। গণনা ১৩:৩২ পদে একই কথার ব্যবহার (অখ্যাতি) আমরা দেখতে পাই, যেখানে গুপ্তচররা ফিরে এসে কনান দেশ সম্পর্কে লোকদের সেই বিকৃত খবর দিয়েছে যে, তা যুদ্ধ করে জয় করা অসম্ভব। এখানেও যোষেফের দ্বারা তার দাদাদের কুব্যবহারের যে খবর পিতাকে জানানোর কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ আমাদের বুঝতে হবে। যোষেফ তার দাদাদের পছন্দ করত না, অথবা যোষেফ তাদের ফাইফরমাশ খাটতে চাইত না। তাই সে, তার বাবার কাছে তাদের কুব্যবহারের কথা তৈরী করে বা অতিরঞ্জিত করে বলতে ভালোবাসত। আর এইভাবে সেই পরিবারে সন্তানদের মধ্যে বিভেদকে বাড়িয়ে তুলতে সে তার ভূমিকা পালন করেছে। মনে রাখতে হবে এই পরিবার আর পাঁচটা পরিবারের ন্যায় স্বাভাবিক পরিবার ছিল না। কারণ, এখানে **চারজন মা** থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তানরা এক পরিবারে অবস্থান করেছে, যাদের কথা ৩৫:২৩-২৬ পদে উল্লেখ করা হয়েছে: **লেয়া** থেকে জন্মেছে রূবেণ, শিমিয়ন, লেবি, যিহুদা, ইষাখর ও সবূলূন (৬ জন); **রাহেল** থেকে জন্মেছে যোষেফ ও বিন্যামীন (২ জন); **বিল্‌হা** থেকে জন্মেছে দান ও নপ্তালি (২ জন); এবং **সিল্পা** থেকে জন্মেছে গাদ ও আশের (২ জন)। সেই পরিবারের সন্তানদের মধ্যে যে সুন্দর সম্পর্ক ছিল না, তা এই কথার মধ্যে প্রকাশিত, ***"যোষেফ বাল্যকালে নিজের পিতার স্ত্রী বিল্‌হা ও সিল্পার ছেলেদের বন্ধু ছিল।"***

এর উপর আবার, যোষেফ স্বপ্ন দেখেছে ও সেই স্বপ্নের কথা অন্যদের বলেছে। প্রথম স্বপ্নে সে দেখেছে, খেতে দাদাদের সঙ্গে আটি বাঁধবার সময়, তার দাদাদের আটি তার আটিকে ঘিরে প্রণাম করেছে (৭ পদ)। এরপর সে আরও একটি স্বপ্ন দেখে, যাতে সূর্য, চাঁদ ও ১১টি তারা তাকে প্রণাম করে (৯ পদ)। এখন, যোষেফ ভালো করেই জানত যে, তার প্রতি পিতার সুনজরের কারণে তার দাদারা তাকে ঘৃণা করত। এমন পরিস্থিতিতে সে যখন এই দুই স্বপ্নের কথা তাদের বলেছিল, তখন তার দ্বারা সে যে কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল, তা হল, কেবল পিতা নন, যোষেফ ঈশ্বরেরও মনোনীত প্রিয় পাত্র। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এর দ্বারা সে তার দাদাদের কতখানি চটিয়েছিল।

যোষেফের মতো অনেককে আমরা আমাদের চারদিকে দেখতে পাই, যারা খুব অল্প বয়সে অনেক সাফল্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। খুব কম বয়সে বেশি সাফল্য পাবার কারণে তারা নিজেদের বিষয় বড় বেশি ধারণা করে বসে। তার ফলস্বরূপ, প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেই প্রতিভাকে ভুল পথে পরিচালিত করার প্রচুর সম্ভাবনা তাদের মধ্যে থাকে। এমন লোকদের জীবনে পরিবর্তন সাধনকারী কিছু ঘটনার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রয়োজন। যোষেফেরও তার প্রয়োজন ছিল।

খ। যাকোব: পিতা হিসাবে যাকোব নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যোষেফের প্রতি তার মুখাপেক্ষার সূচনা যোষেফকে চোগা (কোট) উপহার দানের দ্বারা নয়। কারণ এই পক্ষপাতিত্ব এর আগেই আমাদের চোখে পড়েছে। দীর্ঘকাল মামার বাড়ীতে কাটাবার পর, যাকোব যখন কনানে ফিরে আসে ও এষৌর মুখোমুখি হয়, তখন এষৌ যে তাদের বিনাশ করতে পারে, এই আশঙ্কায় যাকোব তার প্রিয় রাহেল ও যোষেফকে সবার পেছনে রেখে, অন্য সন্তান ও তাদের মায়েদের সামনে এগিয়ে রেখেছিল (৩৩:২)। পিতার এমন আচরণে অন্য ছেলেরা বাস্তবিক যোষেফকে ঘৃণা করেছিল।

এরপর ৩৭:৩ পদে বলা হয়েছে, ***"যোষেফ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই জন্য ইস্রায়েল সকল পুত্র অপেক্ষা তাকে বেশি ভালোবাসত, এবং তাকে একটি চোগা প্রস্তুত করে দিয়েছিল।"*** এখানে যে চোগার কথা বলা হয়েছে, তার কথা বাইবেলের মধ্যে আমরা কেবল এখানে ও ২শমূয়েল ১৩:১৮ পদে দেখতে পাই, যেখানে রাজকীয় বস্ত্র হিসাবে একে বর্ণনা করা হয়েছে। যাইহোক, এর থেকে পরিষ্কার যে, এই চোগা পরে কেউ কায়িক শ্রমের কাজ করত না। লক্ষ্য করার বিষয় হল, পিতার কাছে দাদাদের কুব্যবহারের খবর দেবার পর যাকোবের দ্বারা তাকে এই চোগা দেবার কথা বলা হয়েছে। ধরা যেতে পারে, তার দাদারা যখন খেতে মেষপাল চরাতে ব্যস্ত, তখন যোষেফ এই কোট পরে ঘরে বসে আরাম করেছে। তার দাদারা কি তাকে ঘৃণা না করে থাকতে পারে?

যোষেফের প্রতি যাকোবের এই আচরণ তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। যাকোব তার ছোটবেলায় পিতা ইস্হাককে দেখেছে, যে এষৌকে ভালোবাসত; এবং মাতা রিবিকাকে দেখেছে যে তাকে ভালোবাসত। এখন যাকোব বড়ো হয়েছে, আর সে তার পিতামাতার অনুকরণে একই কাজ করেছে: অন্য ছেলেদের তুলনায় যোষেফকে বেশি ভালোবেসেছে। অবশ্য, ৩ পদের শুরুতে এই ভালোবাসার পেছনে আরও একটি কারণের কথা বলা হয়েছে, আর তা হল, ***"যোষেফ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান"***। একই কথা আমরা আদি ২১:২ পদে ইস্হাকের বিষয় পাই, ***"সারা . . . অব্রাহামের বৃদ্ধকালে তার জন্য পুত্র প্রসব করল।"*** এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, যাকোব যে কারণে যোষেফকে তার দাদাদের থেকে বেশি ভালোবেসেছিল, তা হল, তার ধারণায় যোষেফই হল সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তান, যার মাধ্যমে আদি ৩:১৫ পদে প্রতিজ্ঞাত নারীর গর্ভের বীজ, তথা প্রতিজ্ঞাত মশীহ আসতে চলেছেন। যোষেফের বিষয় যাকোবের এই ধারণা আরও গভীর ও দৃঢ় হয়েছিল, যখন যোষেফের মুখে ২য় স্বপ্নের কথা যাকোব শুনেছিল। যা শোনার পর যোষেফই যে ঈশ্বরের মনোনীত, সে বিষয়ে যাকোব সুনিশ্চিত হয়েছিল। এখন, কুলপতিদের পরিবারে পিতামাতার দ্বারা পুত্রকে প্রণাম করাকে কখনও মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমরা ১০ পদে, যাকোবকে দেখতে পাই, সে যোষেফকে বকেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১১ পদে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু তার পিতা সেই কথা মনে রাখলেন।"*** এ কথার অর্থ, যোষেফের বিষয় যাকোবের মনে যে ধারণা তৈরী হয়েছে, তা যে সত্য, তা নিশ্চিত করতে যোষেফের স্বপ্ন ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলস্বরূপ, যোষেফের দেখা স্বপ্নের কথা যাকোব ভুলে যেতে পারেনি।

গ। যোষেফের দাদারা: যাকোব যদিও যোষেফের মধ্যে অনেক আশাকে দেখেছে, কিন্তু তার দাদারা যোষেফের মধ্যে কোনও সম্ভাবনাই দেখতে পায়নি। পরিবর্তে, তারা সেই স্বপ্নদর্শককে ঘৃণার কাজে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা যোষেফকে ঘৃণা করত। ৪ পদে তাই বলা হয়েছে, ***"কিন্তু পিতা তার সমস্ত ভাই থেকে তাকে বেশি ভালোবাসেন, এই দেখে তার ভাইরা তাকে দ্বেষ করত, তার সঙ্গে ভালোবেসে কথা বলতে পারত না।"*** হিব্রু ভাষায় যে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অর্থ, তারা তাকে দেখে শুভেচ্ছা বিনিময়ও *(shalom)* করত না। কিন্তু যোষেফ যখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল, তখন থেকে তার দাদারা যোষেফকে আরও ঘৃণা করতে শুরু করল। ৮ পদে বলা হয়েছে, ***"ফলে তারা তার স্বপ্ন ও কথার কারণে তাকে আরও দ্বেষ করল।"***

আমরা যেন যোষেফের এই সমস্ত ভাই যে কত মারাত্মক ছিল, তা ভুলে না যাই। কারণ, এর আগে আমরা তাদের বড়ো ভাই রূবেণকে দেখেছি, যে সাধারণ নৈতিকতা বা পারিবারিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে তার পিতার উপপত্নী বিল্হার সঙ্গে শয়ন করেছিল (৩৫:২২)। কেবল তাই নয়, আমরা শিমিয়ন ও লেবিকেও দেখেছি, যারা শিখিম নগরবাসীদের উপর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অন্যায়ভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদের হত্যা করেছে ও তাদের সম্পত্তি লুঠ করেছে (৩৪ অধ্যায়), কিন্তু পিতা হিসাবে যাকোব তাদের কিছুই বলেনি। অর্থাৎ, এই পরিবারের প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন নেতিবাচক দিক জড়িত। এর থেকে যে সত্য আমরা উপলব্ধি করি, তা হল, এদের মাধ্যমে ঈশ্বর যে জাতিসমাজ তৈরী করতে চলেছেন, তা এদের কারও যোগ্যতা বা ক্ষমতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে নিজের সার্বভৌমত্বে তা সাধন করতে চলেছেন।

ঘ। ঈশ্বর: শাস্ত্রাংশে যদিও আলাদা করে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু তিনি এই কাহিনীর প্রথম থেকেই উপস্থিত। তিনি তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের দ্বারা কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রের মাধ্যমে নিজের পরিকল্পনা পূর্ণ করে চলেছেন। আজ আমরা যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, সেখানে তিনি যোষেফকে দুটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জানতেন, এই স্বপ্ন দেখার পর যোষেফের আচরণ কেমন হবে, কিংবা সেই স্বপ্নের কথা জানবার পর যোষেফের দাদাদের ও যাকোবের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। তাদের জীবনের কোনও পরিস্থিতিই ঈশ্বরের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল না। তাই, আমরা যেন কখনও এমন কথা না ভাবি যে, যোষেফকে এমন স্বপ্ন দেখতে দিয়ে ঈশ্বর ভুল করেছেন। না, তা কখনও ঠিক নয়। পরিবর্তে, এই পরিবার ও এই পরিবারের মাধ্যমে সমগ্র জগতকে উদ্ধার করার যে নিখুঁত পরিকল্পনা ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন, তার বাস্তবায়নে যোষেফের এই স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আগামী দিনে যোষেফের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে চলেছে, সেগুলিও ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনার বাইরে নয় (এমন ত্রুটিপূর্ণ পরিবারে যোষেফের জন্ম ও শৈশবজীবন, তার দাদাদের দ্বারা যোষেফের উপর অত্যাচার, কিংবা দাস হিসাবে তার বিক্রি হওয়া)।

আমাদের জীবনে যখনই কোনও বিপর্যয় ঘটে, তখনই আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুপস্থিতির কথা চিন্তা করি। কিন্তু তা কখনও সত্য নয়। ঈশ্বর অবশ্যই পাপের ও পাপের দ্বারা সাধিত অপকার্যকে ঘৃণা করেন; তিনি আবার নিজে পাপের কারণও নন, পাপকে না দেখার ভানও তিনি করেন না। আমাদের পাপের জন্য আমরাই দায়ী, যে পাপ আমাদের দুষ্ট হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয় (যাকোব ১:১৩-১৪)। তথাপি, বিশ্বাসী আমাদের জীবনে তিনি পাপ ও পাপের বিভিন্ন অপকার্য ঘটতে অনুমতি দেন, যেন অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শনে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায়।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যোষেফের ন্যায় আত্মপ্রত্যয়ী, আত্ম-কেন্দ্রিক, উদ্ধত যুবকের পক্ষে ঈশ্বরের মনোনীত জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যোষেফের প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ। তার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে পূর্ণ করতে, বিভিন্ন পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মাধ্যমে ঈশ্বর তাকে তৈরী করতে চলেছেন। নিজের দুর্বলতা ও সবলতাকে উপলব্ধি করতে এবং কেবল ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে যোষেফের জীবনে এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। পিতার বাড়ীতে কোট পরে বহাল তবিয়তে থেকে যোষেফ কখনও এই সমস্ত শিক্ষা অর্জন করতে পারত না। এর মধ্যে ঈশ্বর কিন্তু যোষেফকে সেই স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রেখে ক্রমশ এগিয়ে চলতে যোষেফকে শক্তি যোগাবে।

আমাদের জীবনেও এমন অনেক সময় আসে, যখন আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর আমাদের ভুলে গেছেন। যখন আমরা আমাদের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে পারি না, আমরা আমাদের প্রতিভা ব্যবহারের সুযোগ পাই না, লোকে আমাদের ভুল বোঝে, মণ্ডলীর অন্যরা আমাদের প্রতি ভুল আচরণ করে, এমনকী আমাদের পরিবারও আমাদের ভুল মূল্যায়ন করে। আমরা তো যোষেফের মতো স্বপ্নের অধিকারী নই, তাহলে আমরা সেই সমস্ত পরিস্থিতির কীভাবে মুকাবিলা করব? ফিলিপীয় ১:৬ পদে আমাদের জন্য ঈশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হল, ***"তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কাজ শুরু করেছেন, তিনি যীশু খ্রীস্টের দিন পর্যন্ত তা সিদ্ধ করবেন।"*** হয়ত আমাদের জীবনের সেই পরীক্ষা বা দুঃখভোগ আমাদের আরও পরিপক্ক করবে, নয়ত জানব তিনি আমাদের জীবনে সর্বদা তাঁর কাজ করে চলেছেন, যে কাজ খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিনে তিনি পূর্ণ করবেন। আর তাই প্রতিকুলতার দিনগুলিতে আমাদের দায়িত্ব তাঁর প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরা তাঁতে আস্থা রাখা যে ***"যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে"*** (রোমীয় ৮:২৮)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com